রাঘব যাদবীয়ম্: এক বিস্ময়কর কাব্য

রাঘব যাদবীয়ম্ হল এক অপূর্ব সংস্কৃত কাব্য, যা দ্ব্যর্থক (Ambiguous) বা দ্ব্যবাচী (Palindromic) শ্লোকের অসাধারণ নিদর্শন। এটি এমন এক মহাকাব্য, যা এক দিক থেকে পাঠ করলে শ্রীরামচন্দ্রের (রাঘব) গৌরবগাথা, আর বিপরীত দিক থেকে পাঠ করলে শ্রীকৃষ্ণ (যাদব) মহিমার কাহিনি প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ, একই শ্লোক দুই ভিন্ন অর্থ ধারণ করতে সক্ষম, যা কাব্যকলার এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত।

এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো:

- পালিন্ড্রোমিক শ্লোক: প্রতিটি শ্লোক সামনের দিক থেকে পড়লে রামের কাহিনি এবং উল্টো দিক থেকে পড়লে কৃষ্ণের কাহিনি বর্ণনা করে।
- দ্ব্যর্থবোধকতা: শব্দ এবং বাক্যগঠন এমনভাবে গঠিত যে তা দুই নায়কের ক্ষেত্রেই সত্য হয়।
- সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন: কাব্যের রচনাশৈলী সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
- আধ্যাত্মিকতা ও কাব্যশৈলী: ঈশ্বরের দু'টি ভিন্ন রূপের বন্দনা একই ছন্দে করা হয়েছে, যা এটি এক অনন্য গ্রন্থে পরিণত করেছে।

শ্লোকসংখ্যা

এই কাব্যগ্রন্থে মোট ৬০টি শ্লোক রয়েছে, যা একাধারে রামচন্দ্রের চরিত্র ও গৌরবগাথা এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলার বর্ণনা প্রদান করে। এটি সংস্কৃত সাহিত্যের এক অনন্য কীর্তি, যা কেবল শব্দের কারুকার্যমাত্র নয়, বরং ঈশ্বরের দ্বৈত সত্তার এক আশ্চর্য কাব্যময় রূপ।

এই অসাধারণ গ্রন্থটি কেবল সাহিত্যের দিক থেকে নয়, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এক মূল্যবান রচনা, যা পাঠকদের চিত্তকে বিমোহিত করে এবং ঈশ্বরের দুই অবতারের অপূর্ব লীলার সাথে পরিচিত করায়।

রাঘব যাদবীয়ম: একটি পরিচিতি

রাঘব যাদবীয়ম এক অপূর্ব সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ, যা শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক মহিমার এক অমর স্তোত্র। শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত কবি শ্রীবেঙ্কটাধ্বরি এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন, যাতে রয়েছে ৩০টি শ্লোক, কিন্তু এর অনুলোম ও বিলোম পঠনের দ্বৈত সৌন্দর্যে তা ৬০টি শ্লোকের মতো প্রকাশ পায়। এই ৩০টি শ্লোক সরল ক্রমে পড়লে শ্রীরামের অযোধ্যার লীলা, তাঁর বীরত্ব, ও সীতার প্রতি প্রেমের গাথা গায়, আর বিপরীত ক্রমে পড়লে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের রাস, রাধার প্রেম, ও বাঁশির মাধুরীর প্রশস্তি করে। এভাবে, প্রতিটি শ্লোকের দুই রূপে ভগবান বিষ্ণুর দুই অবতার—রাম ও কৃষ্ণ—এর একত্ব ও অপার মহত্ব ফুটে ওঠে, যেন ৩০টি শ্লোক ৬০টি গাথায় রূপান্তরিত হয়। শব্দের সূক্ষ্ম বিন্যাসে ও ভক্তির রসে পরিপূর্ণ এই শ্লোকগুলো ভক্তের হৃদয়ে রামের ধর্ম ও কৃষ্ণের প্রেমের গভীর অনুরণন জাগায়। রাঘব যাদবীয়ম কেবল কাব্য নয়, একটি আধ্যাত্মিক সাধনা, যা ৩০টি শ্লোকের মাধ্যমে রাম ও কৃষ্ণের চরণে সমর্পিত জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে ৬০টি স্তবের মতো বিস্তৃত। সংস্কৃত সাহিত্যের এই অমূল্য রত্ন ভারতীয় ভক্তি ও দর্শনের চিরন্তন ধ্বনি বহন করে।

রাঘব যাদবীয়ম এক অপূর্ব সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ, যা শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক মহিমার এক অমর স্তোত্র। শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত কবি শ্রীবেঙ্কটাধ্বরি এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন, প্রতিটি শব্দ ও ছন্দে ভরা অসামান্য কাব্যিক প্রতিভায়। এর অনন্যতা নিহিত আছে এর অনুলোম ও বিলোম পঠনের দ্বৈত সৌন্দর্যে—যখন এই শ্লোক সরল ক্রমে পড়া হয়, তখন তা শ্রীরামের অযোধ্যার লীলা, তাঁর বীরত্ব, ও সীতার প্রতি প্রেমের গাথা গায়; আর বিপরীত ক্রমে পড়লে তা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের রাস, রাধার প্রেম, ও বাঁশির মাধুরীর প্রশস্তি করে। এই ৬০টি শ্লোকের মাধ্যমে গ্রন্থটি ভগবান বিষ্ণুর দুই অবতার—রাম ও কৃষ্ণ—এর একত্ব ও অপার মহত্বকে প্রকাশ করে, যেন একটি শ্লোকের দুই রূপে দুই দেবতার চিরন্তন সত্তা ফুটে ওঠে। প্রতিটি শ্লোক শব্দের সূক্ষ্ম বিন্যাসে ও ভক্তির রসে পরিপূর্ণ, যা শ্রোতার হৃদয়ে রামের ধর্ম ও কৃষ্ণের প্রেমের গভীর অনুরণন জাগায়। রাঘব যাদবীয়ম কেবল কাব্য

নয়, একটি আধ্যাত্মিক সাধনা, যা ৬০টি শ্লোকের মাধ্যমে রাম ও কৃষ্ণের চরণে সমর্পিত জীবনের প্রতিচ্ছবি। সংস্কৃত সাহিত্যের এই অমূল্য রত্ন ভারতীয় ভক্তি ও দর্শনের চিরন্তন ধ্বনি বহন করে।

রাঘব যাদবীয়ম্

- রাঘবযাদবীযম্ রামস্তোত্রাণি বন্দেঽহং দেবং তং শ্রীতং রন্তারং কালং ভাসা য়ঃ। রামো রামাধীরাপ্যাগো লীলামারাযোধ্যে বাসে ॥ ১॥ বিলোমম্: সেবাধ্যেযো রামালালী গোপ্যারাধী ভারামোরাঃ। য়স্সাভালঙ্কারং তারং তং শ্রীতং বন্দেঽহং দেবম্ ॥ ১॥
- সাকেতাখ্যা জ্যাযামাসীদ্যাবিপ্রাদীপ্তার্যাধারা। পূরাজীতাদেবাদ্যাবিশ্বাসাগ্র্যাসাবাশারাবা ॥ ২॥ বিলোমম্: বারাশাবাসাগ্র্যা সাশ্বাবিদ্যাবাদেতাজীরাপূঃ। রাধার্যপ্তা দীপ্রাবিদ্যাসীমাযাজ্যাখ্যাতাকেসা ॥ ২॥
- কামভারস্স্থলসারশ্রীসৌধাসৌঘনবাপিকা। সারসারবপীনাসরাগাকারসুভূরুভূঃ ॥ ৩॥ বিলোমম্: ভূরিভূসুরকাগারাসনাপীবরসারসা। কাপিবানঘসৌধাসৌ শ্রীরসালস্থভামকা ॥ ৩॥
- রামধামসমানেনমাগোরোধনমাসতাম্। নামহামক্ষররসং তারাভাস্তু ন বেদ য়া ॥ ৪॥ বিলোমম্: য়াদবেনস্তুভারাতাসংররক্ষমহামনাঃ। তাং সমানধরোগোমাননেমাসমধামরাঃ ॥ ৪॥
- য়ন্ গাধেযো য়োগী রাগী বৈতানে সৌম্যে সৌখ্যেসৌ। তং খ্যাতং শীতং স্ফীতং ভীমানামাশ্রীহাতা ত্রাতম্ ॥ ৫॥ বিলোমম্: তং ত্রাতাহাশ্রীমানামাভীতং স্ফীত্তং শীতং খ্যাতং। সৌখ্যে সৌম্যেসৌ নেতা বৈ গীরাগীযো য়োধেগাযন্ ॥ ৫॥
- মারমং সুকুমারাভং রসাজাপনৃতাশ্রিতং। কাবিরামদলাপাগোসমাবামতরানতে ॥ ৬॥ বিলোমম্: তেন রাতমবামাস গোপালাদমরাবিকা। তং শ্রিতানৃপজাসারম্ভ রামাকুসুমং রমা ॥ ৬॥
- রামনামা সদা খেদভাবে দযা-বানতাপীনতেজারিপাবনতে। কাদিমোদাসহাতাস্বভাসারসা-মেসুগোরেণুকাগাত্রজে ভূরুমে ॥ ৭॥ বিলোমম্: মেরুভূজেত্রগাকাণুরেগোসুমে-সারসা ভাস্বতাহাসদামোদিকা। তেন বা পারিজাতেন পীতা নবাযাদবে ভাদখেদাসমানামরা ॥ ৭॥
- সারসাসমধাতাক্ষিভূম্নাধামসু সীতযা। সাধ্বসাবিহরেমেক্ষেম্যরমাসুরসারহা ॥ ৮॥ বিলোমম্: হারসারসুমারম্যক্ষেমেরেহবিসাধ্বসা। য়াতসীসুমধাম্নাভূক্ষিতাধামসসারসা ॥ ৮॥
- সাগসাভরতাযেভমাভাতামন্যুমত্তযা। সাত্রমধ্যমযাতাপেপোতাযাধিগতারসা ॥ ৯॥ বিলোমম্: সারতাগধিযাতাপোপেতাযামধ্যমত্রসা। য়াত্তমন্যুমতাভামা ভযেতারভসাগসা ॥ ৯॥
- তানবাদপকোমাভারামেকাননদাসসা। য়ালতাবৃদ্ধসেবাকাকৈকেযীমহদাহহ ॥ ১০॥ বিলোমম্: হহদাহমযীকেকৈকাবাসেদ্ধৃতালযা। সাসদাননকামেরাভামাকোপদবানতা ॥ ১০॥
- বরমানদসত্যাসহ্রীতপিত্রাদরাদহো। ভাস্বরস্থিরধীরোপহারোরাবনগাম্যসৌ ॥ ১১॥ বিলোমম্: সৌম্যগানবরারোহাপরোধীরস্স্থিরস্বভাঃ। হোদরাদত্রাপিতহ্রীসত্যাসদনমারবা ॥ ১১॥
- য়ানযানঘধীতাদা রসাযাস্তনযাদবে। সাগতাহিবিযাতাহ্রীসতাপানকিলোনভা ॥ ১২॥ বিলোমম্: ভানলোকিনপাতাসহ্রীতাযাবিহিতাগসা। বেদযানস্তযাসারদাতাধীঘনযানযা ॥ ১২॥
- রাগিরাধুতিগর্বাদারদাহোমহসাহহ। য়ানগাতভরদ্বাজমাযাসীদমগাহিনঃ ॥ ১৩॥ বিলোমম্: নোহিগামদসীযামাজদ্বারভতগানযা। হহ সাহমহোদারদার্বাগতিধুরাগিরা ॥ ১৩॥
- য়াতুরাজিদভাভারং দ্যাং বমারুতগন্ধগম্। সোগমারপদং য়ক্ষতুঙ্গাভোনঘযাত্রযা ॥ ১৪॥ বিলোমম্: য়াত্রযাঘনভোগাতুং ক্ষযদং পরমাগসঃ। গন্ধগন্তরুমাবদ্যং রম্ভাভাদজিরা তু য়া ॥ ১৪॥
- দণ্ড়কাং প্রদমোরাজাল্যাহতামযকারিহা। সসমানবতানেনোভোগ্যাভোনতদাসন ॥ ১৫॥ বিলোমম্: নসদাতনভোগ্যাভো নোনেতাবনমাস সঃ। হারিকাযমতাহল্যাজারামোদপ্রকাণ্ড়দম্ ॥ ১৫॥
- সোরমারদনজ্ঞানোবেদেরাকণ্ঠকুম্ভজম্। তং দ্রুসারপটোনাগানানাদোষবিরাধহা ॥ ১৬॥ বিলোমম্: হাধরাবিষদোনানাগানাটোপরসাদ্রুতম্। জম্ভকুণ্ঠকরাদেবেনোজ্ঞানদরমারসঃ ॥ ১৬॥
- সাগমাকরপাতাহাকঙ্কেনাবনতোহিসঃ। ন সমানর্দমারামালঙ্কারাজস্বসা রতম্ ॥ ১৭ বিলোমম্: তং রসাস্বজরাকালংমারামার্দনমাসন। সহিতোনবনাকেকং হাতাপারকমাগসা ॥ ১৭॥
- তাং স গোরমদোশ্রীদো বিগ্রামসদরোতত। বৈরমাসপলাহারা বিনাসা রবিবংশকে ॥ ১৮॥ বিলোমম্: কেশবং বিরসানাবিরাহালাপসমারবৈঃ। ততরোদসমগ্রাবিদোশ্রীদোমরগোসতাম্ ॥ ১৮॥

- গোদ্যুগোমস্বমাযোভূদশ্রীগখরসেনযা । সহসাহবধারোবিকলোরাজদরাতিহা ॥ ১৯॥ বিলোমম্:
  হাতিরাদজরালোকবিরোধাবহসাহস । য়ানসেরখগশ্রীদ ভূযোমাস্বমগোদ্যুগঃ ॥ ১৯॥
- হতপাপচযেহেযো লঙ্কেশোযমসারধীঃ । রাজিরাবিরতেরাপোহাহাহঙ্গ্রহমারঘঃ ॥ ২০॥ বিলোমম্:
  ঘোরমাহগ্রহংহাহাপোরাতেরবিরাজিরাঃ । ধীরসামযশোকেলং য়ো হেযে চ পপাত হ ॥ ২০॥
- তাটকেযলবাদেনোহারীহারিগিরাসমঃ । হাসহাযজনাসীতানাপ্তেনাদমনাভুবি ॥ ২১॥ বিলোমম্:
  বিভুনামদনাপ্তেনাতাসীনাজযহাসহা । সসরাগিরিহারীহানোদেবালযকেটতা ॥ ২১॥
- ভারমাকুদশাকেনাশরাধীকুহকেনহা । চারুধীবনপালোক্যা বৈদেহীমহিতাহৃতা ॥ ২২॥ বিলোমম্:
  তাহৃতাহিমহীদেব্যৈক্যালোপানবধীরুচা । হানকেহকুধীরাশানাকেশাদকুমারভাঃ ॥ ২২॥
- হারিতোযদভোরামাবিযোগেনঘবাযুজঃ । তংরুমামহিতোপেতামোদোসারজ্ঞরামযঃ ॥ ২৩॥ বিলোমম্:
  য়োমরাজ্ঞরসাদোমোতাপেতোহিমমারুতম্ । জোযুবাঘনগেযোবিমারাভোদযতোরিহা ॥ ২৩॥
- ভানুভানুতভাবামাসদামোদপরোহতং । তংহতামরসাভক্ষোতিরাতাকৃতবাসবিম্ ॥ ২৪॥ বিলোমম্:
  বিংসবাতকৃতারাতিক্ষোভাসারমতাহতং । তং হরোপদমোদাসমাবাভাতনুভানুভাঃ ॥ ২৪॥
- হংসজারুদ্ধবলজাপরোদারসুভাজিনি । রাজিরাবণরক্ষোরবিঘাতাযরমারযম্ ॥ ২৫॥ বিলোমম্: য়ং
  রমারযতাঘাবিরক্ষোরণবরাজিরা । নিজভাসুরদারোপজালবদ্ধরুজাসহম্ ॥ ২৫॥
- সাগরাতিগমাভাতিনাকেশোসুরমাসহঃ । তংসমারুতজঙ্গোপ্তাভাদাসাদ্যগতোগজম্ ॥ ২৬॥ বিলোমম্:
  জঙ্গতোগদ্যসাদাভাপ্তাগোজন্তরুমাসতং । হস্সমারসুশোকেনাতিভামাগতিরাগসা ॥ ২৬॥
- বীরবানরসেনস্য ত্রাতাভাদবতা হি সঃ । তোযধাবরিগোযাদস্যযতোনবসেতুনা ॥ ২৭॥ বিলোমম্
  নাতুসেবনতোযস্যদযাগোরিবধাযতঃ । সহিতাবদভাতাত্রাস্যনসেরনবারবী ॥ ২৭॥
- হারিসাহসলঙ্কেনাসুভেদীমহিতোহিসঃ । চারুভূতনুজোরামোরমারাধযদার্তিহা ॥ ২৮॥ বিলোমম্
  হার্তিদাযধরামারমোরাজোনুতভূরুচা । সহিতোহিমদীভেসুনাকেলংসহসারিহা ॥ ২৮॥
- নালিকেরসুভাকারাগারাসৌসুরসাপিকা । রাবণারিক্ষমেরাপূরাভেজে হি ননামুনা ॥ ২৯॥ বিলোমম্:
  নামুনানহিজেভেরাপূরামেক্ষরিণাবরা । কাপিসারসুসৌরাগারাকাভাসুরকেলিনা ॥ ২৯॥
- সাগ্র্যতামরসাগারামক্ষামাঘনভারগৌঃ ॥ নিজদেপরজিত্যাস শ্রীরামে সুগরাজভা ॥ ৩০॥ বিলোমম্:
  ভাজরাগসুমেরাশ্রীসত্যাজিরপদেজনি ।স গৌরভানঘমাক্ষামরাগাসারমতাগ্র্যসা ॥ ৩০॥
- ॥ ইতি শ্রীবেঙ্কটাধ্বরি কৃতং শ্রী ॥

রাঘবযাদবীয়ম্ -অনুলোম

বন্দেঽহং দেবং তং শ্রীতং রন্তারং কালং ভাসা য়ঃ । রামো রামাধীরাপ্যাগো লীলামারাযোধ্যে বাসে ॥ সাকেতাখ্যা জ্যাযামাসীদ্যাবিপ্রাদীপ্তার্যাধারা । পূরাজীতাদেবাদ্যাবিশ্বাসাগ্র্যাসাবাশারাবা ॥ কামভারস্স্থলসারশ্রীসৌধাসৌঘনবাপিকা । সারসারবপীনাসরাগাকারসুভূরুভূঃ ॥ রামধামসমানেনমাগোরোধনমাসতাম্ । নামহামক্ষররসং তারাভাস্তু ন বেদ য়া ॥ য়ন্ গাধেযো য়োগী রাগী বৈতানে সৌম্যে সৌখ্যেসৌ । তং খ্যাতং শীতং স্ফীতং ভীমানামাশ্রীহাতা ত্রাতম্ ॥ মারমং সুকুমারাভং রসাজাপনৃতাশ্রিতং । কাবিরামদলাপাগোসমাবামতরানতে ॥ রামনামা সদা খেদভাবে দযা-বানতাপীনতেজারিপাবনতে । কাদিমোদাসহাতাস্বভাসারসা-মেসুগোরেণুকাগাত্রজে ভূরুমে ॥ সারসাসমধাতাক্ষিভূম্নাধামসু সীতযা । সাধ্বসাবিহরেমেক্ষেম্যরমাসুরসারহা ॥ সাগসাভরতাযেভমাভাতামন্যুমত্তযা । সাত্রমধ্যমযাতাপেপোতাযাধিগতারসা ॥ তানবাদপকোমাভারামেকাননদাসসা । য়ালতাবৃদ্ধসেবাকাকৈকেযীমহদাহহ ॥ বরমানদসত্যাসহ্রীতপিত্রাদরাদহো । ভাস্বরস্থিরধীরোপহারোরাবনগাম্যসৌ ॥ য়ানযানঘধীতাদা রসাযাস্তনযাদবে । সাগতাহিবিযাতাহ্রীসতাপানকিলোনভা ॥ রাগিরাধুতিগর্বাদারদাহোমহসাহহ । য়ানগাতভরদ্বাজমাযাসীদমগাহিনঃ ॥ য়াতুরাজিদভাভারং দ্যাং বমারুতগন্ধগম্ । সোগমারপদং য়ক্ষতুঙ্গাভোনঘযাত্রযা ॥ দণ্ড়কাং প্রদমোরাজাল্যাহতামযকারিহা । সসমানবতানেনোভোগ্যাভোনতদাসন ॥ সোরমারদনজ্ঞানোবেদেরাকণ্ঠকুম্ভজম্ । তং দ্রুসারপটোনাগানানাদোষবিরাধহা ॥ সাগমাকরপাতাহাকঙ্কেনাবনতোহিসঃ । ন সমানর্দমারামালঙ্কারাজস্বসা রতম্ ॥ তাং স গোরমদোশ্রীদো বিগ্রামসদরোতত । বৈরমাসপলাহারা বিনাসা রবিবংশকে ॥ গোদ্যুগোমস্বমাযোভূদশ্রীগখরসেনযা । সহসাহবধারোবিকলোরাজদরাতিহা ॥ হতপাপচযেহেযো লঙ্কেশোযমসারধীঃ । রাজিরাবিরতেরাপোহাহাহংগ্রহমারঘঃ ॥ তাটকেযলবাদেনোহারীহারিগিরাসমঃ । হাসহাযজনাসীতানাপ্তেনাদমনাভুবি ॥ ভারমাকুদশাকেনাশরাধীকুহকেনহা । চারুধীবনপালোক্যা বৈদেহীমহিতাহৃতা ॥ হারিতোযদভোরামাবিযোগেনঘবাযুজঃ । তংরুমামহিতোপেতামোদোসারজ্ঞরামযঃ ॥ ভানুভানুতভাবামাসদামোদপরোহতং । তংহতামরসাভক্ষোতিরাতাকৃতবাসবিম্ ॥ হংসজারুদ্ধবলজাপরোদারসুভাজিনি । রাজিরাবণরক্ষোরবিঘাতাযরমারযম্ ॥ সাগরাতিগমাভাতিনাকেশোসুরমাসহঃ । তংসমারুতজঙ্গোপ্তাভাদাসাদ্যগতোগজম্ ॥ বীরবানরসেনস্য ত্রাতাভাদবতা হি সঃ । তোযধাবরিগোযাদস্যয়তোনবসেতুনা ॥ হারিসাহসলঙ্কেনাসুভেদীমহিতোহিসঃ । চারুভূতনুজোরামোরমারাধযদার্তিহা ॥ নালিকেরসুভাকারাগারাসৌসুরসাপিকা । রাবণারিক্ষমেরাপূরাভেজে হি ননামুনা ॥ সাগ্র্যতামরসাগারামক্ষামাঘনভারগৌঃ ॥ নিজদেপরজিত্যাস শ্রীরামে সুগরাজভা ॥

রাঘব যাদবীয়ম: অনুলোম অর্থ-ভক্তি অর্থ

আমি বন্দনা করি সেই দেবতাকে, শ্রীরামকে, যিনি আলোয় ভাসেন, রমার প্রিয়, অযোধ্যার লীলাময় বাসে সাকেতের জ্যোতি হয়ে উদ্ভাসিত। তিনি তাটকার বিনাশক, পাহাড়-সম শক্তিমান, সীতার হাসিতে মুখরিত, পৃথিবীর মন জয়ের সারথি। ভরত-সম শক্তিতে শত্রু ধ্বংসকারী, বনের সুন্দর বুদ্ধি-রক্ষক, বৈদেহীর গৌরবে উজ্জ্বল তিনি। জলধারার মতো রূপবান রাম, বিচ্ছেদে বায়ু-পুত্র হনুমানের সঙ্গী, মহিমায় পূর্ণ, আনন্দ ও জ্ঞানের রসে রমমাণ। সূর্যের মতো দীপ্তিমান, শত্রু-পরাজয়ক, অমরদের

রসভোগী, ইন্দ্র-সম বিজয়ী। হংসের শুদ্ধতায়, শক্তিমান, উদার, বানর-সেনার প্রভু, রাবণ ও রাক্ষসদের ধ্বংসক, রমার প্রিয়তম। সমুদ্র অতিক্রমের আলোয় উজ্জ্বল, অসুর-বিনাশক, বায়ু-পুত্রের সঙ্গে শত্রু-জয়ী তিনি। বীর বানর-সেনার ত্রাতা, অবতার রূপে প্রকাশিত, জলের মাঝে শত্রু-বিজয়ী, নতুন সেতুর স্রষ্টা। হরির সাহসে লঙ্কা-বিদারক, মহিমায় পূর্ণ, সুন্দর ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে, দুঃখহারী, রমার আরাধ্য। সুন্দর, বানরদের সঙ্গে শত্রু-ধ্বংসক, রাবণের শত্রু, মেরু-শক্তিতে পূর্ণ, মুনিদের প্রণত। শ্রেষ্ঠ সমুদ্র-সম, অমর-রসে পূর্ণ, ক্ষমাশীল, গৌরবময়, নিজ দেশে শত্রু-জয়ী শ্রীরাম, সুন্দর রাজার আলো।

তাঁর নামে রাগের সুর বাজে, যোগীর হৃদয়ে প্রেমের আগুন, সৌম্য সুখে বিহারকারী। শীতল, স্ফীত, ভীমের শত্রু-হন্তা, ত্রাতা, সুকুমার রূপে রসের আশ্রয়। কবির মুখে রামনাম গীত, দয়ার সাগর, তেজে শত্রু-পবিত্রকারী। সীতার সঙ্গে ধাতার অক্ষয় ভূমি, সাধুর বিহারে মঙ্গলময়। রাগে ভরা, তাপে পোড়া, তবু শত্রু-মধ্যে সত্যের পথিক। বনের কোমলতায় একাকী দাস, কৈকেয়ীর আঘাতে সত্যের প্রতিজ্ঞা। পিতার আদরে ধীর, রাবণের পথে অগম্য, শত্রু-দহনে মহান আলো। ভরদ্বাজের আশ্রয়ে গভীর পথিক, বাতাসে গন্ধময়, দণ্ডকারণ্যে রাক্ষস-হন্তা। সমানে বনবাসী, জ্ঞানে বিদ্রোহী, বিরাধের দোষ-বিনাশক। লঙ্কার রাজা ধ্বংসের আগুন, রবি-বংশের গৌরব, খর-দূষণের সেনা-হন্তা। সহস্র শত্রু-বধে অটল, পাপের পরিশুদ্ধি, লঙ্কেশ বিজয়ী। রাগে উত্তাল, গর্বে দগ্ধ, তবু হৃদয়ে শান্তির সুর। এই রাম, যিনি তাটকা থেকে রাবণ পর্যন্ত অন্ধকারের শত্রু, সীতার প্রিয়, হনুমানের সঙ্গী, সমুদ্রের বিজেতা। তিনি সূর্যের দীপ্তি, বানরের বীরত্ব, লঙ্কার ধ্বংসক, সত্যের রাজা। তাঁর নামে এক মহান সংগীত—ধর্মের জয়গান, প্রেমের অমরতা, আর বিশ্বের মাঝে চিরন্তন আলো। আমি প্রণাম করি শ্রীরামকে, চিরন্তন দেবতা, রমার প্রিয়, অযোধ্যায় লীলাময়। তিনি আর্য-ধর্মের আধার, পূরবাসীদের জয়ী, বিশ্বের পরম আশ্রয়। স্থলশ্রী, সৌধ, সরোবরে সুন্দর, রামধামে অতুল, নামে অক্ষয় রস। যোগীদের সুখ, শীতল, স্ফীত, বলবান শত্রু-হন্তা, ত্রাতা। সুকুমার, রসের উৎস, কবির গানে প্রশস্ত, দয়ার সাগর, তেজে শত্রু-পবিত্র। সীতার সঙ্গে অক্ষয় ধাম, সাধুদের মঙ্গল। রাগে উদ্দীপ্ত, তাপে দীপ্ত, সত্যের পথে অমর, বনের দাস, কৈকেয়ীর আঘাতে পিতৃভক্ত।

পিতার আদরে ধীর, রাবণের পথে অগম্য, দৃষ্টিতে বিশ্ব-শুদ্ধ। ভরদ্বাজের আশ্রয়ে পথিক, বাতাসে গন্ধময়, দণ্ডকায় রাক্ষস-হন্তা। জ্ঞানে অটল, বিরাধের দোষ-বিনাশক, লঙ্কার ধ্বংসক, রবি-বংশের গৌরব। খর-দূষণের সেনা-হন্তা, শত্রু-বধে অচল, লঙ্কেশের বিজয়ী। তাটকার বিনাশক, পাহাড়-সম, সীতার হাসিতে মুখর, মন জয়কারী। শক্তিতে শত্রু-ধ্বংসক, বনের রক্ষক, সীতার গৌরবে উজ্জ্বল। জলরূপী, হনুমানের সঙ্গী, মহিমায় পূর্ণ, আনন্দে রমমাণ। সূর্যের তেজবান, শত্রু-হন্তা, ইন্দ্র-সম।

হংস-শুদ্ধ, শক্তিমান, বানর-সেনার প্রভু, রাবণ-ধ্বংসক, রমার প্রিয়। সমুদ্র-জয়ী, অসুর-বিনাশক, হনুমান-সঙ্গে শত্রু-পরাজয়ক। বীর-ত্রাতা, অবতার, সেতু-নির্মাতা, শত্রু-বিজয়ী। লঙ্কা-বিদারক, লক্ষ্মণ-সঙ্গী, দুঃখহারী, রমার আরাধ্য। বানর-সঙ্গে শত্রু-ধ্বংসক, রাবণের শত্রু, মুনি-প্রণত। অমর-রসে পূর্ণ, ক্ষমার স্বরূপ, শত্রু-জয়ী, শ্রীরাম—চিরন্তন দেবতা। রাম, সীতার প্রিয়, হনুমানের প্রভু, লঙ্কার বিজয়ী, আমার ধ্যান। নামে ভক্তির ধ্বনি, সত্যের জয়, অযোধ্যার চিরন্তন দেবজ্যোতি।

রাঘবযাদবীযম্ **-**বিলোম অর্থ

সেবাধ্যেযো রামালালী গোপ্যারাধী ভারামোরাঃ । য়স্সাভালঙ্কারং তারং তং শ্রীতং বন্দেঽহং দেবম্ ॥ বারাশাবাসাগ্র্যা সাশ্বাবিদ্যাবাদেতাজীরাপূঃ । রাধার্যপ্তা দীপ্রাবিদ্যাসীমাযাজ্যাখ্যাতাকেসা ॥ ভূরিভূসুরকাগারাসনাপীবরসারসা ।

কাপিবানঘসৌধাসৌ শ্রীরসালস্থভামকা ॥ য়াদবেনস্তুভারাতাসংররক্ষমহামনাঃ । তাং সমানধরোগোমাননেমাসমধামরাঃ ॥ তং ত্রাতাহাশ্রীমানামাভীতং স্ফীত্তং শীতং খ্যাতং । সৌখ্যে সৌম্যেসৌ নেতা বৈ গীরাগীযো য়োধেগাযন্ ॥ তেন রাতমবামাস গোপালাদমরাবিকা । তং শ্রিতানৃপজাসারম্ভ রামাকুসুমং রমা ॥ মেরুভূজেত্রগাকাণুরেগোসুমে-সারসা ভাস্বতাহাসদামোদিকা । তেন বা পারিজাতেন পীতা নবাযাদবে ভাদখেদাসমানামরা ॥ হারসারসুমারম্যক্ষেমেরেহবিসাধ্বসা । য়াতসীসুমধাম্লাভূক্ষিতাধামসসারসা ॥ সারতাগধিযাতাপোপেতাযামধ্যমত্রসা । য়াত্তমন্যুমতাভামা ভযেতারভসাগসা ॥ হহদাহমযীকেকৈকাবাসেদ্ধৃতালযা । সাসদাননকামেরাভামাকোপদবানতা ॥ সৌম্যগানবরারোহাপরোধীরস্স্থিরস্বভাঃ । হোদরাদত্রাপিতহ্রীসত্যাসদনমারবা ॥ ভানলোকিনপাতাসহ্রীতাযাবিহিতাগসা । বেদযানস্তযাসারদাতাধীঘনযানযা ॥ নোহিগামদসীযামাজদ্বারভতগানযা । হহ সাহমহোদারদার্বাগতিধুরাগিরা ॥ য়াত্রযাঘনভোগাতুং ক্ষযদং পরমাগসঃ । গন্ধগন্তরুমাবদ্যং রম্ভাভাদজিরা তু য়া ॥ নসদাতনভোগ্যাভো নোনেতাবনমাস সঃ । হারিকাযমতাহল্যাজারামোদপ্রকান্ড়দম্ ॥ হাধরাবিষদোনানাগানাটোপরসাদ্রুতম্ । জম্ভকুন্ঠকরাদেবেনোজ্ঞানদরমারসঃ ॥ তং রসাস্বজরাকালংমারামার্দনমাসন । সহিতোনবনাকেকং হাতাপারকমাগসা ॥ কেশবং বিরসানাবিরাহালাপসমারবৈঃ । ততরোদসমগ্রাবিদোশ্রীদোমরগোসতাম্ ॥ হাতিরাদজরালোকবিরোধাবহসাহস । য়ানসেরখগশ্রীদ ভূযোমাস্বমগোদ্যুগঃ ॥ ঘোরমাহগ্রহংহাহাপোরাতেরবিরাজিরাঃ । ধীরসামযশোকেলং য়ো হেযে চ পপাত হ ॥ বিভুনামদনাপ্তেনাতাসীনাজযহাসহা । সসরাগিরিহারীহানোদেবালযকেটতা ॥ তাহৃতাহিমহীদেব্যৈক্যালোপানবধীরুচা । হানকেহকুধীরাশানাকেশাদকুমারভাঃ ॥ য়োমরাজ্ঞরসাদোমোতাপেতোহিমমারুতম্ । জোযুবাঘনগেযোবিমারাভোদযতোরিহা ॥ বিংসবাতকৃতারাতিক্ষোভাসারমতাহতং । তং হরোপদমোদাসমাবাভাতনুভানুভাঃ ॥ য়ং রমারযতাঘাবিরক্ষোরণবরাজিরা । নিজভাসুরদারোপজালবদ্ধরুজাসহম্ ॥ জঙ্গতোগদ্যসাদাভাপ্তাগোজন্তরুমাসতং । হস্সমারসুশোকেনাতিভামাগতিরাগসা ॥ নাতুসেবনতোযস্যদযাগোরিবধাযতঃ । সহিতাবদভাতাত্রাস্যনসেরনবারবী ॥ হার্তিদাযধরামারমোরাজোনুতভূরুচা । সহিতোহিমদীভেসুনাকেলংসহসারিহা ॥ নামুনানহিজেভেরাপূরামেক্ষরিণাবরা । কাপিসারসুসৌরাগারাকাভাসুরকেলিনা ॥ ভাজরাগসুমেরাশ্রীসত্যাজিরপদেজনি ।স গৌরভানঘমাক্ষামরাগাসারমতাগ্র্যসা ॥

রাঘবযাদবীযম্ -বিলোম অর্থ-ভক্তি অর্থ

আমি প্রণাম করি সেই পরম দেবতাকে, শ্রীকৃষ্ণকে, বৃন্দাবনের শ্যামল সুন্দর, রাধার প্রেমে রঞ্জিত প্রাণ, যাঁর বাঁশির সুরে সময় ডুবে যায়। তিনি গোপীদের হৃদয়ের গোপ্য ধন, তাঁর পদতলে আমার সমর্পিত জীবন। বৃন্দাবন তাঁর পবিত্র আশ্রয়, রাধার প্রেমে দীপ্র জ্যোতি, গোকুলে ভক্তির অমৃত-ঝরনা। যমুনার তীরে গোপীদের সঙ্গে সারস-সুর, বৃন্দাবনের শ্রীমন্দিরে রসের সম্ভার। যাদবকুলের রক্ষক, মহান হৃদয়ের স্বামী, বাঁশির তানে তাঁর ধাম চির-অমর। তিনি আমার ত্রাতা, শ্রীমান, ভয়-হারী, শীতল-স্ফীত, খ্যাতনামা, গোপীদের সৌম্য সুখে প্রভু, ভক্তির রাগে বৃন্দাবনের একমাত্র যোগী।

রাধার প্রেমে তিনি মগ্ন, গোপালের ফুলের মালা, বাঁশির সুরে রমার হৃদয় বিহ্বল। মেরু-সমান শক্তিতে বৃন্দাবনের সুরধ্বনি, হাসিতে দামোদর, রাধার প্রেমে মধুরতম। পারিজাতের পীত আভায়, যাদবের দুঃখ-নাশক, বাঁশির সুরে প্রেমের হার, রাধার হৃদয়ে তাঁর চির-আলয়। রাগে উদ্দীপ্ত, তাপে স্বলন্ত, ভক্তির মধ্যম পথে সত্যের ধারা, ক্রোধে প্রজ্বলিত, তবু রাধার প্রেমে শান্তিময়। বৃন্দাবনের কোমল ভক্ত, গোপীদের প্রেমে আবদ্ধ, বাঁশির গানে উচ্চারিত রাধার নাম। নন্দের কোলে অটল, ভাস্বর দৃষ্টিতে গোকুল পবিত্র, বাঁশির ধ্বনিতে বিশ্ব মুগ্ধ।

নন্দের ঘরে তাঁর পবিত্র আশ্রয়, বাঁশির সুগন্ধে যমুনা উচ্ছ্বসিত, অঘের বিনাশক। বৃন্দাবনের পথে পাপের পরাজয়, রাধার প্রেমে দম্ভের শেষ, অহল্যার মুক্তি তাঁর সুরে। কংসের কণ্ঠে ভক্তির আগুন, কালীয়ের দমনে বাঁশির জয়, রাক্ষসদের ধ্বংসক। গোকুলে শ্রীদাতা, রাধার প্রেমে সমর্পিত, শত্রু-পলায়নে অজেয়, গোপকুলের গৌরব। পূতনার শেষে বাঁশির বিজয়, সহস্র পাপের ধ্বংসক, বৃন্দাবনের দুঃখ-হারী। মথুরার প্রভু, মহাঘোরের বিনাশক, রাধার শোকে লীলাময়, পাপের শুদ্ধিকারী।

বিশ্বের স্বামী, রাধার প্রেমে সম্পূর্ণ, হাসিতে জয়ধ্বনি, গোবর্ধন-ধারী, দেব-মান-হারী। রাধার হৃদয়ে একমাত্র আলো, যুবক রূপে শান্তিস্বরূপ, বাঁশির রসে শীতল, বায়ু-সখা। শত্রু-বিজয়ী, হরির দীপ্তিময় রূপ, রাধার প্রিয়তম, রাক্ষস-ভঙ্গক। এই কৃষ্ণ, বৃন্দাবনের বাঁশিওয়ালা, রাধার প্রেমে আত্মহারা, গোপীদের হৃদয়ে চির-অগ্নি। তিনি যমুনার তীরে রাসরত, রাধার সঙ্গে সারস-মিলন, কংসের শত্রু, গোকুলের প্রাণ। তাঁর নামে ভক্তির অমৃত-ধ্বনি, বাঁশির সুরে রাধার প্রেম, বৃন্দাবনের চিরন্তন শ্যাম-জ্যোতি।

আমার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের পদে নত, বৃন্দাবনের শ্যামল প্রভু, যিনি রাধার প্রেমে উজ্জ্বল, গোপীদের দুঃখ-সহনকারী, শত্রু-জাল ভেদক। তিনি শত্রু-ধ্বংসক, গোকুলের সেনায় দীপ্ত, রাধার শোকে মধুর, বাঁশির রাগে দ্রুতগামী প্রাণ। যমুনার সেবায় শত্রু-হন্তা, দয়ার সাগর, গোপীদের সঙ্গে প্রকাশিত, বৃন্দাবনের বীর, চির-রক্ষক। দুঃখ-দায়ীদের বিনাশক, রাধার প্রিয়তম, গোকুলে সুন্দর, বাঁশির সুরে শত্রু-বিজয়ী, সাহসের আগুন। মুনিদের প্রণত, বৃন্দাবন তাঁর শক্তিতে পূর্ণ, গোপীদের প্রেমে আলোকিত, রাক্ষস-ধ্বংসী। রাধার রাগে মুগ্ধ, মেরু-সম শ্রীমান, সত্যে অজেয়, গৌরবময়, পাপহীন, ক্ষমার প্রতীক, বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠ রসে সম্পূর্ণ। এই কৃষ্ণ, রাধার প্রেমে আত্মহারা, বাঁশির সুরে বিশ্বমোহন, গোপীদের হৃদয়ে চির-জ্যোতি, আমার ভক্তির পরম আশ্রয়।

রাঘব যাদবীয়ম: অনুলোম-বিলোম অর্থ (বাংলায়)

শ্লোক ১ (অনুলোম):

আমি শ্রীরামের চরণে প্রণাম করি, যিনি সীতার সন্ধানে মলয় ও সহ্যাদ্রি পর্বত পেরিয়ে লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে বধ করেন এবং অযোধ্যায় ফিরে দীর্ঘকাল সীতার সঙ্গে ঐশ্বর্য ও আনন্দে বাস করেন।

শ্লোক ১ (বিলোম):

আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করি, তপস্বী ও ত্যাগী, রুক্মিণী ও গোপীদের সঙ্গে ক্রীড়ারত, গোপীদের পূজ্য, যাঁর হৃদয়ে মা লক্ষ্মী বিরাজমান এবং শুভ্র অলঙ্কারে মণ্ডিত।

শ্লোক ২ (অনুলোম):

পৃথিবীতে সাকেত, অর্থাৎ অযোধ্যা, নামে এক নগর ছিল, যা বেদে পারঙ্গত ব্রাহ্মণ ও বণিকদের জন্য বিখ্যাত এবং অজার পুত্র দশরথের ধাম, যেখানে যজ্ঞে দেবতারা অর্পণ গ্রহণে সদা উৎসুক থাকতেন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগরগুলির অন্যতম।

শ্লোক ২ (বিলোম):

সমুদ্রের মাঝে অবস্থিত দ্বারকা নগর, বিশ্বের স্মরণীয় শহরগুলির একটি, অসংখ্য হাতি-ঘোড়ায় সমৃদ্ধ, যেখানে বিদ্বানদের তর্ক-বিতর্কের প্রতিযোগিতা হতো, রাধাস্বামী শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র।

শ্লোক ৩ (অনুলোম):

সর্বকামনাপূরক, ভবনবহুল, ধনীদের বাসস্থান, সারস পাখির কুহুতানে মুখর, গভীর কূপে ভরা, স্বর্ণিম অযোধ্যা নগর।

শ্লোক ৩ (বিলোম):

ভবনে পূজার বেদীতে ব্রাহ্মণদের সমাবেশ, বড়ো পদ্মে ভরা দ্বারকা নগর, নির্মল ভবনবিশিষ্ট, যেখানে উঁচু আম্রবৃক্ষে সূর্যের ছটা জ্বলে।

শ্লোক ৪ **(**অনুলোম**):**

রামের অলৌকিক আভায় প্রকাশিত নগর, উৎসবে কমতি নেই, অনন্ত সুখের উৎস, তারার আভা থেকে অজানা।

শ্লোক ৪ **(**বিলোম**):**

যাদবদের সূর্য, সকলকে আলোকিত, বিনম্র, দয়ালু, গোরুদের স্বামী শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রক্ষা করেন।

শ্লোক ৫ **(**অনুলোম**):**

গাধীপুত্র বিশ্বামিত্র নির্বিঘ্ন, সুখী যজ্ঞের ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু অসুরী শক্তিতে আক্রান্ত; শান্ত, শীতল, গরিমাময় রামের সাহায্য পান।

শ্লোক ৫ **(**বিলোম**):**

নারদমুনি, দীপ্তিমান, গানে যোদ্ধাদের শক্তিদাতা, বিশ্বের কল্যাণে শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন, যিনি দয়ালু, শান্ত, পরোপকারী।

শ্লোক ৬ **(**অনুলোম**):**

লক্ষ্মীপতি নারায়ণের সুন্দর, তেজস্বী মানব অবতার রামকে সীতা, ধরার মতো ধৈর্যশীলা, সত্যবাদিনী, বরণ করেন।

শ্লোক ৬ **(**বিলোম**):**

নারদের দেওয়া, দেবতাদের রক্ষক, সত্যবাদী কৃষ্ণের প্রেরিত উজ্জ্বল পারিজাত ফুল রুক্মিণী গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৭ **(**অনুলোম**):**

শ্রীরাম, দুঃখীদের প্রতি দয়ালু, সূর্যের মতো তেজস্বী, রাক্ষসদের বিনাশক, পরশুরামকে পরাজিত করে তেজে শান্ত করেন।

শ্লোক ৭ **(**বিলোম**):**

মেরু পার্বত্য রৈবতকে সুন্দর করে রুক্মিণী পারিজাত ফুল পান, কৃষ্ণের সঙ্গে দিব্য রূপে উজ্জ্বল হন।

শ্লোক ৮ **(**অনুলোম**):**

অসুরী সেনার বিনাশক, প্রভাবশালী নয়ন রক্ষক রাম, অযোধ্যায় সীতার সঙ্গে আনন্দে থাকেন।

শ্লোক ৮ **(**বিলোম**):**

পারিজাত ফুলের হারে শোভিত, প্রসন্ন, নির্ভীক রুক্মিণী, কৃষ্ণের সঙ্গে নিজ গৃহে প্রস্থান করেন।

শ্লোক ৯ **(**অনুলোম**):**

কৈকেয়ী, পাপে পূর্ণ, ভরতের জন্য ক্রোধে পাগল, মধ্যমা, অযোধ্যাকে পাপে গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৯ **(**বিলোম**):**

সূক্ষ্মকটি, বিদুষী সত্যভামা, পারিজাত ফুল রুক্মিণীকে দেওয়ায় কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধে ভরেন।

শ্লোক ১০ **(**অনুলোম**):**

ক্ষীণ কৈকেয়ী, রামের বনগমনের কারণ, অভিষেক প্রত্যাখ্যান করে, রাজার সেবা ত্যাগেন।

শ্লোক ১০ **(**বিলোম**):**

সুন্দরমুখী সত্যভামা, ক্রোধে লাল, ময়ূরবাস ভবনের দ্বার বন্ধ করেন, সেবিকাদের প্রবেশ রোধেন।

শ্লোক ১১ **(**অনুলোম**):**

বিনম্র, সত্যত্যাগে লজ্জিত, পিতার সম্মানে তেজোময়, সাহসী রাম বনে যান।

শ্লোক ১১ **(**বিলোম**):**

সংগীতময়ী সত্যভামার প্রতি সমর্পিত, দৃঢ়চিত্ত কৃষ্ণ, ভয়ে লজ্জায় তাঁর গৃহে পৌঁছেন।

শ্লোক ১২ **(**অনুলোম**):**

শাস্ত্রোপদেশক, ধরাপুত্রী সীতা, লজ্জায় আহত, কান্তি হারানো ছাড়াই বনে যান।

শ্লোক ১২ **(**বিলোম**):**

তেজস্বী রক্ষক কৃষ্ণ, গরুড়বাহন, সত্যভামা রুক্মিণীকে ফুল দেওয়ায় অপমানিত হয়ে তাঁকে দেখেন না।

শ্লোক ১৩ (অনুলোম):

তামসী, দম্ভী শত্রুদলকে দহনকারী রামের কাছে ভরদ্বাজ ঋষি ক্লান্ত হয়ে যাচনা করেন।

শ্লোক ১৩ (বিলোম):

সত্যভামা, কৃষ্ণের কথায় কান না দিয়ে, পারিজাত বৃক্ষ আনার সংকল্প না হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকেন।

শ্লোক ১৪ (অনুলোম):

রাক্ষসদের নাশক রাম, সুগন্ধ পবনে চিত্রকূটে, কুবের-তুল্য বৈভবে পৌঁছেন।

শ্লোক ১৪ (বিলোম):

মেঘবর্ণ কৃষ্ণ, সত্যভামাকে শান্ত করতে, অপ্সরা-শোভিত স্বর্গে পারিজাত বৃক্ষের জন্য যান।

শ্লোক ১৫ (অনুলোম):

দণ্ডকবনে সংযমী রাম, পরশুরামকে পরাজিত করে, নিষ্কলঙ্ক কীর্তিতে মানুষকে আনন্দ দেন।

শ্লোক ১৫ (বিলোম):

আনন্দদায়ী জননায়ক কৃষ্ণ, ইন্দ্রের আনন্দস্থল নন্দনবনে পৌঁছে, অহল্যার প্রেমী ইন্দ্রকে ছলেন।

শ্লোক ১৬ (অনুলোম):

মহাজ্ঞানী, বেদকন্ঠ অগস্ত্যের কাছে রাম পৌঁছেন, নির্মল বৃক্ষছাল পরিধানে, বিরাধের পাপ-বিনাশক।

শ্লোক ১৬ (বিলোম):

ইন্দ্র, পৃথিবীকে জলদাতা, গন্ধর্ব সংগীতে রসিক, জম্বাসুর-হন্তা কৃষ্ণের আগমনে ভয়ে গ্রস্ত হন।

শ্লোক ১৭ (অনুলোম):

বেদপারঙ্গত রামকে জটায়ু নমন করেন, যাঁর প্রতি শূর্পণখার অপূর্ণ কামনা ছিল।

শ্লোক ১৭ (বিলোম):

বৃদ্ধত্ব-মৃত্যুমুক্ত কৃষ্ণ, পারিজাত উন্মূলনে যান, ইন্দ্র তাঁর হিতৈষী হয়েও দুঃখ পান।

শ্লোক ১৮ (অনুলোম):

পৃথিবীপ্রিয় রামের দক্ষিণ ভুজা, গৌরবদাতা লক্ষ্মণ, শূর্পণখার নাক কেটে রামের প্রতি বৈর পোষণ করে।

শ্লোক ১৮ (বিলোম):

উল্লাস-হ্রাসে কেশব কৃষ্ণের কাছে ইন্দ্র, পাহাড়-পরাজয়ী, দুষ্ট-শ্রীহীনকারী, সৃষ্টিকর্তার কাছে বলেন।

শ্লোক ১৯ (অনুলোম):

পৃথিবী-স্বর্গে কীর্তিমান রাম, খরের সেনাকে পরাস্ত করে, শত্রু-সংহারক গৌরবময় হন।

শ্লোক ১৯ (বিলোম):

কৃষ্ণ, দেবগর্ব-শমনকারী, গরুড়বাহন, শ্রীপতি, দিব্য বৃক্ষ ধরায় না আনার অনুরোধে ইন্দ্র।

শ্লোক ২০ (অনুলোম):

পাপী রাক্ষসদের সংহারক রামের বিরুদ্ধে নীচ লঙ্কেশ, মদিরাপায়ী রাক্ষসদের সঙ্গে, আক্রমণের চিন্তা করে।

শ্লোক ২০ (বিলোম):

শত্রুশক্তি ভুলে, বন্দী করার আদেশে ব্যথিত গন্ধর্বরাজ ইন্দ্র, স্বর্ণভূষণ-শোভিত, কিন্তু কুবুদ্ধিতে গ্রস্ত।

শ্লোক ২১ (অনুলোম):

মারীচ-বধে প্রসিদ্ধ, পাপ-নাশক, মনোহর রামের বিনা সীতা ব্যাকুল হন।

শ্লোক ২১ (বিলোম):

প্রদ্যুম্ন-সঙ্গে দেবলোকে কৃষ্ণকে ইন্দ্র, জয়ন্তের শত্রু-হাস শান্ত করতে, পাহাড়-আক্রমণকারী, অসমর্থ।

শ্লোক ২২ (অনুলোম):

লক্ষ্মীতুল্য সীতাকে ছলী রাবণ, বনদেবতাদের সামনে, অপহরণ করে।

শ্লোক ২২ (বিলোম):

ব্রাহ্মণ-মৈত্রীতে অবিনাশী জ্ঞান পুনঃপ্রাপ্ত ইন্দ্র, দেব-রক্ষার ইচ্ছুক, প্রদ্যুম্নের প্রতাপ হরেন।

শ্লোক ২৩ (অনুলোম):

মেঘবর্ণ রাম, সীতা-বিয়োগে, নির্বিকার হনুমান ও শ্রদ্ধেয় সুগ্রীবের সঙ্গ পান, যিনি শরণাগত হন।

শ্লোক ২৩ (বিলোম):

দেব-যুদ্ধ ত্যাগী, সাহসী প্রদ্যুম্ন, শীতল পবনে জীবিত, গুরুগানে শত্রু-বিজয়ী কৃষ্ণের সঙ্গে।

শ্লোক ২৪ (অনুলোম):

সূর্যতেজী, সীতাকে আনন্দদাতা, কমলনয়ন রাম, ইন্দ্রপুত্র বালীকে সংহার করেন।

শ্লোক ২৪ (বিলোম):

সূর্য-তেজস্বী কৃষ্ণ, উত্তেজিত গরুড়কে রক্ষা করেন, যিনি শত্রুগর্ব ক্ষীণ করেন।

শ্লোক ২৫ (অনুলোম):

সূর্যপুত্র সুগ্রীবের অপরাজেয় সেনা রামের গৌরবে রাবণ-বধে বিজয় দেয়।

শ্লোক ২৫ (বিলোম):

কৃষ্ণের নির্মল বিজয়শ্রী, বাণবর্ষণ-সহ, অসুর-বিহীন যুদ্ধভূমি, দেব-বিজয়ে দীপ্ত।

শ্লোক ২৬ (অনুলোম):

সমুদ্র লঙ্ঘনকারী রাম, হনুমানের দৌত্যে, ইন্দ্রের চেয়ে প্রতাপী, অসুর-সমৃদ্ধি-অসহনশীল।

শ্লোক ২৬ (বিলোম):

গদাধারী, তেজস্বী কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্নের কষ্টে কুপিত, স্বর্গের বৃক্ষ বিজয়ী।

শ্লোক ২৭ (অনুলোম):

বীর বানরসেনার ত্রাতা রাম, সেতুসমুদ্রে চলেন, সাগরজীবদের রক্ষাকারী।

শ্লোক ২৭ **(**বিলোম**):**

হরির সেবক, যশগায়ক, দয়া পায়, শত্রু-বিজয়ী; অসেবক ভয়ে কান্তিহীন।

শ্লোক ২৮ **(**অনুলোম**):**

সাহসী রাম, রাবণ-প্রাণহরে দেব-স্তুতি পান, সীতার সঙ্গে, শরণাগতদুঃখ-হর।

শ্লোক ২৮ **(**বিলোম**):**

প্রদ্যুম্নকে কষ্ট থেকে উদ্ধারক, লক্ষ্মীবক্ষ কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্নের হিতৈষী, স্বর্গ জয়ে পৃথিবীতে ফেরেন।

শ্লোক ২৯ **(**অনুলোম**):**

নারকেল-আচ্ছাদিত, রঙিন ভবনে অযোধ্যা, রাবণ-জয়ী রামের উপযুক্ত নিবাস।

শ্লোক ২৯ **(**বিলোম**):**

গজরাজ-ভরা দ্বারকায় ধর্মবাহক কৃষ্ণ, পারিজাতে দীপ্ত, গোপীদের সঙ্গে ক্রীড়ারত।

শ্লোক ৩০ **(**অনুলোম**):**

কমল-বিশিষ্ট অযোধ্যা, রাষ্ট্রলক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠ নিবাস, অজেয় রামের প্রতাপী শাসনের উদয়।

শ্লোক ৩০ **(**বিলোম**):**

সত্যভামার আঙিনায় পারিজাত ফুল ফোটে, তিনি রুক্মিণীর প্রতি ঈর্ষা ত্যাগে কৃষ্ণের সঙ্গে সুখে থাকেন।